একটি জংলি গল্প

রতন শিকদার

কলকাতা থেকে বেরোতে এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে এন এইচ সিক্স ছেড়ে ডান হাতে লোধাশূলির পথে পৌঁছতেই বিকাল হয়ে গেল। হিসাব মত সন্ধ্যার অন্ধকার জাঁকিয়ে নামার আগেই লোধাশূলির জঙ্গলটা পেরিয়ে যাবার কথা। লোধা উপজাতি অধ্যুষিত এ অঞ্চলের বিশেষ সুনাম নেই। এখনও মাঝে মাঝেই চুরি-ছিনতাইয়ের কথা শোনা যায়। কিন্তু স্টিয়ারিংএ বসা রঞ্জন বলল, 'এক রাউন্ড চা না খেয়ে আমি আর গাড়ি ছাড়ছি না।' এক জন ছাড়া টাটা সুমোর বাকিরা এক বাক্যে রঞ্জন বসুর কথায় সায় দিল। কলকাতা থেকে ঝাঁক বেঁধেএরা ছয়জন চলেছে জঙ্গলে ছুটি কাটাতে। গাড়ি রাস্তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কলকাতা ছেড়ে প্রথমবার থামা হয়েছিল কোলাঘাটে। দুপুরের খাওয়া সারতে। তারপর এই লোশূলিতে এসে দ্বিতীয়বার থামা। সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, শুধু মি. যোশি ছাড়া। মি. যোশি এদের মধ্যে সবদিক থেকে সিনিয়র - বয়সে, চাকরিতে আর মেজাজেও সবার ওপরে। পেছনের সিটে বসে গাড়ি ছাড়বার সময় বলেছিলেন, 'রঞ্জন ঠিকমত সুমো ছোটাবে। আমি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ পেরোতে না পেরোতেই আমার মধ্যে ডুবে যাব। আমাকে তোমরা কেউ ডিসটার্ব করবে না।'

এই মুহূর্তে সবাই যখন গাড়ি থেকে নেমে হাত-পা খেলাচ্ছে, মি. যোশি তখন টাটা সুমোর পেছনের সিটে পুরোপুরি গা এলিয়ে রয়েছেন। ৩৭৫ মিলি বাকার্ডির বোতলের তলায় সামান্য একটু তরল পদার্থ দেখা যাচ্ছে। পা থেকে খোলা চটিজোড়া গাড়ির ঝাঁকুনিতে জোড় বিচ্ছিন্ন হয়ে দুধারে ছিটকে পড়ে আছে। একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনের খোলা পাতায় কহোনা প্যায়ার হ্যায়ের হৃত্বিক রোশনের ব্লোআপ ছবি উঁকি দিচ্ছে। মি. যোশির নীল রঙের টি-শার্টটার তলাটা প্রায় বুক অবধি গুটিয়ে তোলা আর জিনস্‌ের সর্টের তলায় দুটো পেশীবহুল উ-শোভা পাচ্ছে। মিসেস্ যোশি গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন গাড়ির কাছে। সাইবেরিয়ান পেলিকানের মত তার পেলব ঘাড়খানা সমেত মাথাটা জানালা দিয়ে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'ডার্লিং প্লিজ, কম টু সেন্স। ওঠো, সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বেড়াতে এসে তুমি একা একা ড্রিঙ্ক করে নিজেকে এভাবে সবার থেকে আলাদা করে রাখছ কেন? প্লিজ্ নেমে এসো।'

মিসেস্ যোশির ন্যাকা ন্যাকা ডাকে মি. যোশি অনেক কষ্টে একখানা চোখ অর্দ্ধেকটা খুলে আবার বন্ধ করে দিলেন। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, 'প্লিজ ডালিং। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। তুমি যাওনা ওদের কম্প্যানি দাও।'

মিসস্ যোশি যেন এটাই চাইছিলেন। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে ঝাঁকে মিশে গেলেন। ওই ঝাঁকে আছে আরো চারজন। এক রঞ্জন বসু, ব্যাচেলর, চল্লিশের ডানদিকে বয়স। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্প্যানির সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং- এ বিটেক্। তবে এখন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভুলে গিয়ে সফটওয়্যার ডিজাইন করছে। দুই-অর্পণ ঘোষ, আই আই টিতে রঞ্জনের ব্যাচমেট্। এখন কলকাতাকে বেস করে স্বাধীন ব্যবসা- কনসালট্যান্সি। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন কারখানায় উপদেষ্টার কাজ করে। প্রতি দুমাসে গড়ে ১০ থেকে ১২ দিন দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন শহরে কাটে। তিন-অর্পণের স্ত্রী শম্পা। রবীন্দ্রভারতী থেকে মিউজিকে এমএ। অর্পণের অনুপস্থিতিতে সাদার্ন এ্যাভিনিউএর ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এপার্টমেন্টের নতলার ফ্ল্যাটটির যাবতীয় ব্যাপার সে একাই সামলে দিতে পারে। এবারের এ দলটির এই জঙ্গলে বেড়াতে আসার পরিকল্পনাটিও তার। ওর মাথায় অদ্ভুত সব জায়গায় বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা আসে আর এরা সবাই তাতে সায় দিয়ে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েন। শম্পা এখন অবসর সময়ে এবং প্রাক-বিবাহ জীবনে অনেক কবিতা লেখে ও লিখেছে। অর্পণের অনুপ্রেরণায় ও আর্থিক সহযোগিতায় তার কবিতার বই প্রকাশ পেয়েছে। এবারের জঙ্গল সফরের পর শম্পা লাহিড়ীর চতুর্থ কবিতার বই প্রকাশিত হবে। (কবি হিসাবে তার পরিচিতি শম্পা লাহিড়ী বলে। তাই কবিতার বইএ তার নাম থাকে এবং থাকবে শম্পা লাহিড়ী হিসাবে।)

ঝাঁকের চতুর্থজন হচ্ছে মিসেস্ মণিমালা রায় চৌধুরি। কলকাতাতে আপাতত একা। অর্পণ-শম্পাদের পাশের বারোশ স্কোয়ার ফুটের অত্যাধুনিক ফ্লাটটাতে থাকে সে। তার বর রাকেশ রায়চৌধুরি তিন মাসের জন্য ঘানায় গেছে কোমপ্যানির কাজে। ঘানা দেশটা পশ্চিম আফ্রিকায় না হয়ে ইউরোপ বা আমেরিকার কোথাও হলে মণিমালাও তার সঙ্গ দিত। ওর এবারে দেশে ফিরতে দিন কুড়ি বাকি। হয়ত বিদেশ বাসের সময়টা আরও একমাস বাড়তে পারে। তবে তাতে মণিমালার বিশেষ অসুবিধা হবে না বলে রাকেশকে সে জানিয়ে দিয়েছে। রাকেশ না থাকায় একঘেয়েমি কাটাতে ইতিমধ্যে তার ফ্ল্যাটে গোটা তিনেক পার্টি হয়ে গেছে। মনিমালা ৯২ তে জে এন ইউ থেকে মাস্টার ডিগ্রি করেছে। তা থেকে হিসাব আসে ওর বয়স তিরিশের আশেপাশে, এই দলটিতে সর্বকনিষ্ঠ।

মিসেস্ যোশি তার বরকে গাড়ি থেকে নামাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে পর মণিমালা তাকে বলল, 'কী হল ম্যাম্, ফেল করলেন? দেখি আমি পারি কিনা।'

মিসেস্ যোশি সোজাসুজি তার দিকে না তাকিয়েই বললেন। 'আমার বরকে তো আমি চিনি। তোমার মত অল্পবয়সী সুন্দরীর ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে।'

সবাই হেসে উঠল। মণিমালার গোলাপি মুখটা রক্তজবার মত টকটকে লাল হয়ে গেল। তার গলার স্বরে ঈষৎ রাগত ভাব, 'ঠিক আছে আমি ডাকতে যাব না।'

রঞ্জন এতক্ষণ সব লক্ষ করছিল। সে এবার মুখ খুলল, 'মিসেস্ মণিমালা, এটা কিন্তু খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল। অবশ্য তোমার বয়সের কথা মনে রেখে এটা মেনে নেওয়া যায়। তবু আমি বলি কী তুমি ওকে ডেকে তোল। এমন সুন্দর জায়গাটা ওর মিস্ করা ঠিক হবে না। প্লিজ্ তুমি যাও।'

মণিমালা যেন এমনই একটা অনুরোধ কারও কাছ থেকে আসুক সেটা আশা করছিল। রঞ্জনের শেষ কথা কটা শুনে সে হেসে ফেলল। তারপর গাড়ির

দিকে এগিয়ে গেল, যেন ইউক্যালিপটাস গাছটা লোধাশূলির জঙ্গলের হাওয়ায় দুলে উঠল। হাওয়াতে মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। টাটাসুমোর গায়ে ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে মণিমালা। মি. যোশি ততক্ষণে সিটের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে পড়েছেন। ঘাড় উঁচু করে বোঝার চেষ্টা করছেন কোথায় এলেন। বললেন, 'আরে মণিমালা, তুমি যাওনি ওদের সাথে?' মণিমালা বলল, 'ওদের সবার তরফে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। চলুন। সারাটা রাস্তাই তো নিজের মধ্যে ডুবে রইলেন। তাহলে আর দলে বেড়াতে আসার কী দরকার ছিল।' মি. যোশিকে হঠাৎ বেশ উৎসাহিত মনে হল। বললেন, 'সরি ম্যাডাম্ সরি। চলো, আমিও তোমাদের কোমপ্যানি দেব।'

চা পানের খুব বেশি সময় গেলো না। তারপর আবার গাড়ি ছুটল জঙ্গলের পথ ধরে। ঘন্টা দুয়েক চলার পর ওরা পৌঁছে গেল হাতিমারা বন বাংলোর হাত ায়। গাড়ি থামার সাথে সাথে সবার আগে নামল মণিমালা। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। 'ওহ্! লাভ্লি। ইস্ একটু বেলা থাকতে থাকতে কেন এলাম না।' একেক করে সবাই গাড়ি থেকে নামল। মি. যোশি সবার শেষে। নেমেই বললেন। 'মণিমালা, সাইট সিলেকশানের জন্য তোমাকে থ্যাংকস জানাচ্ছি। দাণ ওয়াইল্ড ল াগছে নিজেকে এই পরিবেশে।'

বাংলো চৌকিদার এগিয়ে এল। বলল, 'আমার নাম নিখিল মাহাতো। অমি বাংলোর কেয়ারটেকার।' তারপর বাংলোর বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারগুলো দেখিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন। আমি আপনাদের মালপত্তরগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি।'

নিখিল যখন মালপত্র নামাচ্ছে তখন সবার আগে বুনো টিয়ার মত ছটফট করতে করতে মণিমালা ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ওর চোখ দরজার ঠিক ওপরে টাঙ্গানো একটা বিরাট মুখোশের দিকে। মুখোশটার চোখ দুটোতে কেমন যেন কুটিল দৃষ্টি। অথচ তার ঠোঁটে একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে, কিন্তু চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে জেগে আছে। একটা অদ্ভুত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে মুখোশের মধ্যে। হঠাৎ তাকালে কেমন ভয় হয়। মণিমালার চোখেমুখে সেরকমই ভয়মেশানো কৌতূহলী ভাব। মি. যোশি ওর কাছে এগিয়ে গেলেন, 'কী হল মণিমালা, ভয় পেলে নাকি; ওটা নেহাতই একটা মুকোশ। এ ধরনের মুখোশ উত্তর আমেরিকার রেড্ ইন্ডিয়ানরা প্রায় দুশো বছর আগে ব্যবহার করত। আমি নিউইয়র্কে স্টেট মিউজিয়ামে এরকম মুখোশ দেখেছি।'

মণিমালা বলল, 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু এখানে এল কোথেকে? আর এমন একটা ভয়ঙ্কর মুখোশ এখানে কেন রাখা হয়েছে।'

ততক্ষণে আর সবাই এসে দাঁড়িয়েছে মণিমালার আশেপাশে। সবার লক্ষ্য মি. যোশি। মি. যোশি অনেকদিন থেকে এ্যান্টিক্ জিনিসপত্রে খুব উৎসাহী। কলক াতার সদর ষ্ট্রিটে ওর একটা দোকানও আছে । সব সময় সে দোকানে বিদেশীরা ভিড় করে থাকে ভারতবর্ষের এবং আশেপাশের দেশের প্রাচীন জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাবার জন্য। মি. যোশির খাঁটি এ্যান্টিক্ জিনিস চিনবার অদ্ভুত ক্ষমতা, খুব পড়াশুনাও আছে। স্বভাবতই মুখোশটা সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞ মত শুনতে সবাই আগ্রহী। মি. যোশি বললেন, 'এ মুখোশটা এখানে কী করেএল বলতে পারব না। তবে এ ধরনের বিচিত্র ভাব ফোটানো মুখোশ ঘরের ঠিক বাইরে টাঙ্গি য়ে রাখার একটা অর্থ আমার জানা আছে। এই বনবাংলোতে কদিন অতিথি হয়ে থাকার সময় আমাদের প্রত্যেকের মুখোশটাকে এখানে দরজার বাইরে খুলে রাখতে হবে। অর্থাৎ মুখোশের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখা চলবে না।'

সবাই খুব জোরে হেসে উঠল। বোঝা গেল না ওরা এই ব্যাখ্যাটা মেনে নিল কিনা। শুধু মণিমালা বলল, ' বেশ বানাতে পারেন তো'। এরপর সবাই দল বেঁধে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। বিশাল আয়তাকার বারান্দা থেকে একেবারে এক অর্দ্ধবৃত্তাকার হল ঘরে। এটা ডাইনিং-কাম-সিটিং হল। অক্ষুরাকৃতি বেশ বড় ডাইনিং টেবিল, অন্ততঃ গোটা পনেরো চেয়ার পাতা সম্ভব মনে হয়। ওই অর্দ্ধবৃত্তের পরিধিতে পরপর পাঁচ খানা স্যুট। প্রত্যেকটা থেকে বাংলোর পেছনে ফুলের বাগানে নেমে পড়া যায়। কমন ডাইনিং হল দিয়ে স্যুটগুলোতে প্রবেশ করতে হয়। একেবারে পূর্বদিকে ১নং স্যুট, তারপর পূর্বোত্তর কোণে ২নং। সর াসরি উত্তরে ৩নং, উত্তর-পশ্চিমে ৪ আর একেবারে পশ্চিমে ৫নং টিতে তালা ঝুলছে। মণিমালা একচক্করে সব কটা দেখে নিয়ে বলল, 'বাস্তুশাস্ত্র মতে আমাকে থাকতে হবে পশ্চিম দিকের ঘরে। কিন্তু ওটা তালাবন্ধ কেন?'

বেচারি নিখিল বাস্তুশাস্ত্র বোঝে কিনা বোঝা গেল না, তবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, ' মেম সাহেব, ওঘরে আজ দুপুরে গেস্ট এসেছেন। ওরা কলকাত া থেকে ওই পাঁচ নম্বরই বুক করে এসেছেন।'

নিখিলকে রক্ষা করতে মি. যোশি এগিয়ে এলেন। বললেন, 'মণিমালার মত একজন আধুনিকার অমন প্রাচীন এক বাস্তুশাস্ত্রে এত অগাধ বিশ্বাস তা আমরা জ ানতাম না। তবে এই অপরিচিতদের আর ঘর বদল করতে বলা যায় না।'

রঞ্জন যেন গানের অন্তরাটা ধরে নিল। রঞ্জন বলল, ' যোশি সাহব ঠিকই বলেছেন। আমি বলছি কী ভ্রমণে নিয়ম নাস্তি। এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিয়ম ভেঙ্গেই চলব। সব উল্টো হবে। তাই মণিমালা যাবে ১নং এ, অর্থাৎ পশ্চিমের উল্টো পূর্বে। কি রাজি তো মণিমালা? ' মণিমালা বলল, 'তাই হবে। সব ব্যাপারেই যেন এ নিয়ম চলে।'

মি. যোশির সমাধান সূত্রটি শোনার পর সবারই যেন ঘর পছন্দ করে দখল নেবার উৎসাহটা চলে গেল। সবাই সোফাতে গা এলিয়ে বসে পড়ল। নিখিল সব ঘরের বাতিদানে বড় বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। ডাইনিং টেবিলে বড় কেরোসিন ল্যাম্প তিনখানা। তা থেকে ছড়ানো আলোয় কারো মুখই খুব স্পষ্ট দেখ া যাচ্ছে না। নিখিল ট্রেতে করে চায়ের লিকার, দুধ, চিনি আর কাপ-প্লেট এনে টেবিলে নামিয়ে রাখল। মিসেস যোশি চা বানিয়ে দিলে মণিমালা সবাইকে ক াপ-প্লেট এগিয়ে দিল। চা-পান শেষ করে সবাই যখন ঘরে যাবার জন্য উঠবে উঠবে করছে এমন সময় এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই এঁদের দেখে মনে হয় এরা অবাঙ্গালি। ভদ্রলোক কিন্তু পরিষ্কার বাঙলায় কথা শু করলেন, 'নমস্কার। আমি অখিলেশ মিশ্র। কলকাতা থেকে এসেছি। আর ইনি আমার স্ত্রী মনীষা।'

প্রত্যুত্তরে সবাই নমস্কার জানাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার পরিচয় পর্ব শেষ হল। অখিলেশ মিশ্র কলকাতার কলেজে পড়ান। ওঁর স্ত্রী নেহাৎই গৃহবধূ। ওরা সদ্য বিবাহিত। ছোট্ট একটা হনিমুন ট্যুরে এসেছেন হাতিমারার জঙ্গলে। এত নির্জন জায়গা দেখে ওরা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরে নিখিলের কাছে মি. যো শিদের দলটার বুকিংএর খবর পেয়ে খানিকটা আস্বস্ত হয়েছিলেন। এখন ওদের সাক্ষাৎ দর্শনে খুশিতে ডগমগ স্বামী-স্ত্রী। মনীষা সবে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। কিছুটা ভাষাবিভ্রাটে অস্বস্তি হলেও তা পুষিয়ে দিচ্ছেন তার মুখে লেগে থাকা হাল্কা মিষ্টি হাসিটা দিয়ে।

প্রফেসর মিশ্র ও তার স্ত্রী এদের দলের সাথে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিলেন। পরবর্তী তিন দিন রঞ্জনদের ছজন আর ওরা দুজন অর্থাৎ আটজনের একটা দল একসাথে সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করল। কোথায় না গেল ওরা? হাতিমারার চারপাশে ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে যে কটা ট্যুরিস্ট স্পট্ আছে সব দেখে ফেলল ওরা। চতুর্থ দিন সকালে যোশি সাহেব বললেন, 'আজ আমাদের সফরের শেষ দিন। আজ চুটিয়ে আড্ডা চলবে সারা দিন। অ ার রাতে হবে ক্যাম্প ফায়ার।' একটু থেমে রঞ্জন, মণিমালা, প্রফেসর মিশ্র এবং আর সকলের মুখের ওপর তার দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যোশি সাহেব আব ার শু করলেন, 'আমি কেয়ারটেকার নিখিলকে সব বলে রেখেছি। ওপাশটাতে লনের এককোণে আগুন জ্বালান হবে। ওই আগুনে মুরগি রোস্টকরব। বিকেলে হাট থেকে.....।'

অর্পণ তাকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, ' যোশি সাহেব, ফ্যান্টাস্টিক্ হবে। ব্যাপারটায় কেমন যেন বেশ একটা আদিমতার ভাব আছে। আমাদের মহলি ারা মেনে নিতে পারবেন তো?'

উপস্থিত চারজন মহিলাই একসঙ্গে হই হই করে উঠল, 'আমরা রাজি। দাণ মজার ব্যাপার প্রোপোজ করেছেন যোশি সাহেব।' মণিমালা এদের কথার পিঠে বলল, 'আমাদের জন্য ড্রিঙ্কস থাকে যেন। ব্লু রিবল্ড জিন।'

রঞ্জন বেশি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি। কারও আরও কিছু ডিম্যানড থাকলে হাইসে প্লেস্ করা চলতে পারে।'

বিকাল বেলায় মি. যোশি রঞ্জনকে নিয়ে হাটে যাবার জন্য তৈরি হতেই প্রফেসর মিশ্র এগিয়ে এসে বললেন, ' যোশি সাহেব, আমি আপনাদের একমপ্যানি করতে পারি?'

ওদের তিন জনকে নিয়ে টাটাসুমো বেরিয়ে গেল। এই বাংলো থেকে বনপাহাড়ির হাট প্রায় চার কিলোমিটার পথ। পিচের রাস্তার গা ঘেঁষে হেলথ সেন্টার। তার উঠানে গাড়ি রেখে ওরা তিন জন হেঁটে পৌঁছে গেলেন হাটের প্রাণকেন্দ্রে। ছটা দেশি মুরগি আর চার বান্ডিল জ্বালানি কাঠ কিনে এক আদিবাসী যুবকের সাহায্যে টাটাসুমোতে এনে তোলা হল। প্রফেসর বললেন 'হাটে এলাম আর কিছু খানা-পিনা হবে না। কী বলেন যোশি সাহেব?'

মি. যোশি বলেন, 'খানার তো তেমন কিছুই নেই এ হাটে, তবে পিনা অবশ্যই চলতে পারে।'

গাড়িতে মালপত্র রেখে লক্ করে ওরা আবার হাটে ফিরে গেলেন। শালপাতার দোনায় সাদা তরল পানীয় বিক্রি হচ্ছে এক কোণে। মহুয়ার ফল থেকে তৈরি মদ। সাথে লঙ্কাপেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজা ছোলা। নেশা করার চাট। তিনজন তিনটে দোনা নিয়ে বসে পড়লেন হাঁটু গেড়ে। যোশি সাহেব আর রঞ্জন এক চুমুকে পুরো শেষ করে আবার দোনা এগিয়ে ধরলো। এভাবে তিন রাউন্ড শেষ করার পর প্রফেসর মিশ্রর প্রথম বারেরটা শেষ হল। ওর মুখ দেখে মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক জমল না। রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'কী প্রফেসর কেমন লাগল? দিশিটা দিয়ে ঠোঁটটা ভেজানো হল, আসলি বিলাতি দিয়ে গলা ভেজাবেন খন। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

ওরা বাংলোয় ফিরতেই অর্পণ বলল, 'বারবিকিউয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আপনারা তে দেরি করলেন!'

মি. যোশি রসিকতা করলেন, 'প্রমীলাকূলে আপনি হংসমধ্যে বকযথা হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন এতক্ষণ। খুব খারাপ লাগছিল বুঝি, তাই অস্থির হয়ে উঠেছেন?'

অর্পণও উত্তর দিল চটপট, ঠিক তা নয়। তবে, যার মাল তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম বলতে পারেন।'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ যোশি বলে উঠলেন, 'আমি মাল শব্দটায় অবজেকশন দিচ্ছি। মহিলাদের ইনএ্যানিমেট করা হচ্ছে ইন্টেনশনালি।'

অন্যান্য মহিলারাও এর সাথে সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল, 'আমরা যে কতখানি এ্যানিমেটেড্ হতে পারি তা একটু বাদেই প্রমাণ হয়ে যাবে।'

এবার রঞ্জন এগিয়ে এসে সন্ধিপ্রস্তাব দিল এবং সন্ধিও হয়ে গেল।

নিখিল লনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করল।

পাশাপাশি দুটো পিরামিডের আকৃতিতে কাঠ দাঁড় করিয়ে আগুন জ্বালান হল। একটা বাঁশের মাথায় কাপড় জড়িয়ে কেরোসিনের আগুনে মশাল বানিয়ে ফেললেন যোশি সাহেব। ওর কথা, পুরোপুরি বন্য কায়দায় সব কিছু হবে। আজ বাংলোতে কোনও মোমবাতি জ্বালতে না। আপতকালীন ব্যবস্থার মোকাবিলার জন্য কেবলমাত্র তিনখানা টর্চ রেডি করে রাখা হয়েছে বারান্দায়। নিখিলের মনে হয় এমন বহুৎসবের অভিজ্ঞতা আছে। নিখিল একটা বিশাল বড় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়েছে বাংলোর হাতায়। তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মহিলারা। মাঝখানে কয়েকটা বিশরেলির বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। তার মধ্যে ইঁদারার ঠান্ডা জলভরা। কয়েকটা কাচের গ্লাস গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাদের পাশে একটা ৩৭৫ মিলির ব্লু রিবল্ড জিনের বোতল আর গোটা তিনেক বাকার্ডি রামের বোতল। সবই ফুলপাঁইট। রঞ্জন মুরগির পালক ছাড়াচ্ছে। মশালের লালচে আলো ওর ঘামে ভেজা মুখের উপরে পড়ে মুখটা বিভৎস দেখাচ্ছে।

মণিমালা বলল, 'রঞ্জন, অনেকদিন আগে একটা হলিউড ফিল্ম দেখেছিলাম। তার নায়ক, একজন রেড ইন্ডিয়ান, কাঠের আগুনে একটা গোটা হরিণ ঝলসাচ্ছিল। তোমাকে এই মুহূর্তে ঠিক সেই নায়কের মত লাগছে।' রঞ্জন একটা জোরালো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যাক্, রেড ইন্ডিয়ান হলেও তোমার চোখে অন্তত একজন নায়ক হলাম।'

যোশি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ' লেডিজ্ এ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি আপনাদের এটেনশন্ ড্র করছি। আজ আমরা সবাই একটা খেলায় অংশগ্রহণ করব। খেলাটা সবাই খুব এনজয় করবে আশা করি।'

সমস্বরে প্রশ্ন উঠল, ' যোশি সাহেব একটু খুলে বলবেন খেলাটা কী রকম?' যোশি সাহেব উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই। তবে এখনও সময় হয়নি। সময় হলে গেমল সববাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ধীরে রজনী, ধীরে।'

মণিমালা বোধহয় একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ও বলল, 'আচ্ছা, রঞ্জনকে আমি একটা প্রশ্ন রাখছি। মহিলারা কি এরকম অলস হয়ে বসে থাকবে? তাদের এনগেজ করা হোক।' রঞ্জনও কম যায় না। বলল, ' যে যার মত এনগেজড্ হয়ে গেলেই তো হয়। কেউ তো বাধা দিচ্ছে না।' মণিমালা যোশি সাহেবকে আবার অনুরোধ করল, ' খেলাটা এবার শু হোক।' যোশিসাহেব ঔৎসুক্য জিইয়ে রাখতে চাইলেন। বললেন, 'এখনও রাত অনেক বাকি। বেশি রাতেই খেলাটা জমবে ভাল। তাই ধৈর্য ধরো আরেকটু।'

হালকা হাসি ঠাট্টায় বেশ জমে উঠেছে। রাত বাড়ছে, বন বাংলোয় হট্টগোলও কমে আসছে। নিখিল বেশ কিছুক্ষণ আগে তার কোয়ার্টারে ফিরে গেছে। তরল নেশার বস্তুগুলো ঝলসান মুরগির মাংসের সাথে মিলে মিশে পুষ-মহিলাদের উদরে স্থান পেয়েছে। শুধু মি. যোশির হাতের গ্লাসটা এখনও অর্দ্ধেক ভর্তি রয়েছে। প্রফেসর মিশ্র বুঁদ হয়ে বসে আছেন সবুজ ঘাসের ওপরে। বাকিরা কেউ বসে, কেউ আধশোয়া অবস্থায়। মণিমালার গলার স্বর একটু জড়ানো। বলল, ' যোশি সাহেব আপনি কথা রাখলেন না। রাত কাবার হয়ে গেলে কি আপনার গেমটা আর জমবে?'

মি. যোশি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললেন, 'মণিমালা তুমি আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছ। এখন রাত বাকি আছে। আর খেলাটা আজ রাতেই হবে। শুধু আমার হাতের পেগটা শেষ করতে দাও।'

মি. যোশি এক চুমুকে গ্লাস খালি করে সবার মাঝখানে এসে ধপাস করে বসে পড়লেন। তারপর একজন ঘোষকের মত বলতে লাগলেন, 'সম্মানিক ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আয়্যাম রিয়ালি সরি যে গেমটা সম্বন্ধে সন্ধে থেকে আপনাদের দাণ টেনশনে রেখেছি। হ্যাঁ, অভি ম্যায় গেম লস বলছি। সবাই ধ্যানসে শুনুন।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল। কেউ একজন বলে বসল, 'আমরা আর কোনও ভনিতা পছন্দ করছি না। আসল কথাটা বলা হোক।'

মি. যোশি বেশ শান্তগলায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব। আপনারা জানেন আমাদের এই বাংলোটাতে পাঁচখানা স্যুট আছে। ১নং এ আছে মনিমালা, ২নং এ রঞ্জন, তিনে মি. এ্যান্ড মিসেস্ অর্পণ চারে আমি এবং আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী এ্যান্ড লাস্ট অফ অল্ পাঁচ নম্বরে আছেন প্রফেসর মিশ্র আর তার তণী স্ত্রী। অর্থাৎ আমাদের দলে চারজন মহিলা এবং চারজন পুষ। আমি স্টার্ট বলবার পর মহিলা চারজন বাংলোর ভেতর চলে যাবেন। এবং তাদের পছন্দের এক একটা ঘরে এক একজন ঢুকে পড়বেন। ঘরে কোনও আলো জ্বালান চলবে না। ওরা চলে যাবার ঠিক তিন মিনিট পর আমরা পুষেরা ভেতরে যাব এবং প্রত্যেকে এক একটা ঘরে ঢুকে পড়ব।' মি. যোশি থামলেন।

প্রথমে খানিকটা গুঞ্জন, তারপর সরব প্রতিবাদ উঠল মহিলাদের মধ্যে থেকে, 'না না, এ খেলা চলবে না।' পুষেরা বলে উঠল। 'এ খেলাই হবে।'
মি. যোশি বললেন। 'আমি মহিলাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, খেলাটিতে অংশ নিতে। আপনারা ছাড়া এ খেলা জমবে না।' তারপর পুষদের উদ্দেশ্য করে বললেন 'আমি কি ওদের সাথে একটু আলাদা কথা বলতে পারি?'
প্রফেসর মিশ্র যেন সবার প্রতিনিধি, 'হ্যাঁ, আমরা সবাই খুব স্পোর্টিং। আপনি ওদের সাথে আলাদাভাবে কথা বললে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।'
মি. যোশি মহিলা চারজনকে নিযে বারান্দায় উঠে গেলেন। ওর চারধারে ঘিরে দাঁড়িয়ে মহিলা চারজন। কিন্তু বক্তব্য রাখলেন মি. যোশি। মহিলাকণ্ঠে ভেসে এল টুকরো মন্তব্য - না না। একদম সিলি ব্যাপার - আমরা মানতে পারছি না। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মি. যোশি বললেন, 'আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মহিলারা গেমে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন। শেষ নিয়মটা আমি বলে দিচ্ছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে চারজন মহিলা চারটে ঘরে থাকলে হিসাবমত একটা ঘর খালি থাকে। এবার যদি ভাগ্যক্রমে, সরি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে কেউ ওই খালি ঘরটাতে ঢোকে তবে সে তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে এই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে খুব চিৎকার করে বলবে, 'অ্যায়াম হিয়ার।' তিন বার বলা শেষ হতে হতে অন্য সবাই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়বেন। আর যদি সত্যিই কেউ খালি ঘরে না ঢোকে তবুও প্রত্যেকে তার পার্টনারকে নিয়ে, সরি টেম্পোরারি পার্টনার, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং এই এখানে এসে দাঁড়াবে।'
এবার সবার মুখেই এক আওয়াজ, 'মি. যোশি যুগ যুগ জিও।' মি. যোশি আবার মুখ খুললেন, 'কিন্তু যিনি ঘরে কোনও মহিলা না পেয়ে একা বেরিয়ে আসবেন তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে।'
আবারও সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল, আমরা জানতে চাই কী পুরস্কার দেওয়া হবে। মি. যোশি সবাইকে আশ্বস্ত করলেন, 'এই মুহূর্তে আপনারা না হয় সেটা না- ই শুনলেন। তবে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে সে পুরস্কার।'
তিরিশ সেকেন্ডের মত নীরবতার পর মি. যোশি ঘোষণা করলেন, ' খেলা শু হচ্ছে। স্টার্ট।'
মহিলারা ডাইনিং-কাম-সিটিং হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মিঃ যোশি বললেন, 'রঞ্জন দেখি তোমার লাক কেমন। একটা ৫৫৫ ছাড়ো।' সিগারেট ধরিয়ে জোরসে টানতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক তিন মিনিট পর আমরা সবাই ভেতরে যাব।'
এই মুহূর্তে চারজন ভিন্ন ভিন্ন রয়সের ভিন্ন ভিন্ন পেশার পুষ টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষমান। অত্যধিক মদ্যপানহেতু তাদের পদক্ষেপে দৃঢ়তার অভাব। কাঠের আগুনের নরম আলোয় তাদের শরীরের ছায়াগুলো দেখে এক লহমায় মনে হয় যেন আদিম পুষদের একটা দল কোনও শিকার ধরার জন্য ওঁত পেতে আছে। আসলে এরা প্রত্যেকে এই মুহূর্তে এক আদিম রিপুর তাড়নায় পীড়িত। প্রতিটি মিনিট যেন এক একটি প্রহর। সন্ধ্যার আকাশে ফোটা উজ্জ্বল তারাটা এখন ভোরের শুকতারা হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মি. যোশি বললেন, 'ইয়েস্, টাইম ইজ্ আপ। আমরা ভেতরে যেতে পারি।'
মি. যোশি কথাটা শেষ হবার আগেই ওরা দ্রুত গতিতে উঠে গেল বারান্দায়। তারপর প্রায় একে অপরকে ঠেলে প্রবেশ করল ডাইনিং-কাম- সিটিং হলে। মি. যোশি নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে লনে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলেন, শুধু পূর্বদিকের দেওয়ালটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন একটু আড়ালে। অন্ধকারে ঘরগুলোর মধ্যে একটা যেন হুড়োহুড়ি চলছে। টুকরো টুকরো কথা....মি. যোশি মিথ্যে বলেছেন ..... কোথায় গেল সব..... নাহ্ টর্চও নেই যে জ্বেলে দেখব। .....উ কী অন্ধকার। দেখতে দেখতে তিন, চার, পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল। মি. যোশি আবার এসে দাঁড়ালেন নিভু নিভু আগুনের পাশে। ওই আগুনে কিছু সময় আগে ঝলসানো হয়েছিল কতগুলো নিরীহ প্রাণীকে। আগুনে পুড়িয়ে তাদের প্রস্তুত করা হয়েছিল জনাকয়েক লোভী মানব-মানবীর তৃপ্তি মেটানোর উপযোগী করে। মি. যোশি সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা গেমসের নিয়ম মানেন নি। আপনারা বাইরে চলে আসুন।' তারপর আবার আরও জোরে চিৎকার করে উঠলেন, 'মাননীয়া মহিলা সদস্যরা, আপনারা এবার নির্ভয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন।'
প্রথমে চারজন মহিলা কলকল করতে করতে বেরিয়ে এলেন। ওরা যোশিসাহেবের চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর তিনজন পুষ এসে দাঁড়ালেন মি. যোশির সামনে। ওদের মধ্যে কেবল একজন, প্রফেসর মিশ্র মুখ খুললেন, 'মি. যোশি, 'আপনি নিজেই গেমের নিয়মভঙ্গ করেছেন।' মি. যোশি বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়ম ভাঙ্গার অপরাধে আমি অপরাধী। আমি জানতাম মহিলারা প্রথমেই আপত্তি জানাবে গেমের নিয়ম শুনে। তাই আমিই ওদের বলেছিলাম ঘরে না থেকে পেছনের লনে চলে যেতে।'
প্রফেসর মিশ্র বেশ উত্তেজিত। বললেন, 'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি গেমল মানেন নি।'
মি. যোশি বললেন, 'ইয়েস্ দ্যাটস্ দ্য গেম্!' তারপর একটু থেমে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আসুন সবাই মিলে ওই সতরঞ্চিটায় বসে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দি। সকাল হলেই তো আমরা এই আদিম অরণ্য থেকে চলে যাব আমাদের অতি পরিচিত শহরে। আবার শু হবে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক চলাফেরা। কী বল রঞ্জন, এই কদিন আমরা মুখোশটা খুলে রেখে সত্যিই কি নিজেদের চিনতে পেরেছি?'
রঞ্জনের ঠোঁটে হালকা হাসি, খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, 'নিজেদের মুখোশটাও চিনতে পারিনি।'

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com